জাবিতে গ্রন্থাগার বন্ধের ঘোষণায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবরুদ্ধ করল শিক্ষার্থীরা

জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

০২ জুলাই, ২০২৪
০৩:১৯

শেয়ার

অ +

অ -

ছবি: কালের কণ্ঠ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পেনশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে ‘বৈষম্যমূলক’ আখ্যা দিয়ে এটি প্রত্যাহারের দাবিতে সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ

থেকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। যার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবরুদ্ধ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (১ জুলাই) রাত সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মূল ফটকে তালা দেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, সার্বজনীন পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে সোমবার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের নিচে একটি প্রতিবাদ সমাবেশও করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতি। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতি এবং কর্মচারী সমিতি মিলে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন ও সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করবেন বলে জানিয়েছেন তারা। যার ফলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভবনের তালা খুলা হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও এই আওতায় থাকবে। এটা জানাজানি হওয়ার পর এর প্রতিবাদে রাত সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মূল ফটকে তালা দেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি হচ্ছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খুলতে হবে। প্রয়োজনে শুধু তালাটা খুলে দেওয়া হোক।

যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে পারেন। পড়াশোনায় ব্যাঘাত না ঘটে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী শরীফ আহমেদ বলেন, ‘সোমবার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লিফলেট দিয়েছেন। মঙ্গলবার তারা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তালা খুলবেন না। এতে তো আমাদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে।

আমাদের দাবি হচ্ছে শুধু তালাটা খুলে দেওয়া হোক। যাতে আমরা পড়তে পারি।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মচারী শিমুল মিঞা বলেন, ‘সার্বজনীন পেনশন স্কিম বাতিলের দাবিতে আমরা আজ সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করব। এটা জানার পর শিক্ষার্থীরা যাতে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার খুলে দেওয়া হয় সেই দাবিতে রাত সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ১০টা আমাদের তালাবদ্ধ অবরোধ করে রেখেছিলেন।’

এদিকে অবরোধের ঘটনা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আলমগীর কবির। তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। পরবর্তীতে তিনি আশ্বস্ত করেন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার খুলে দেওয়া হবে। এ সময় গ্রন্থাগারের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা সবাই বসে

আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। তার আশ্বাসে পরবর্তীতে রাত সাড়ে ১০টায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তালা খুলে দেন শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আলমগীর কবির বলেন, ‘আগামীকাল আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব। আমরা শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করেছিলাম তালা খুলে দিতে তারা তালা খুলে দিয়েছেন।’